জাগরণ হেমবর্ণ

পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ : কলকাতা ১২



প্রথম প্রকাশ
২৫শে বৈশাখ ১৩৬৭
প্রকাশিকা
অরুণা বাগচী
অরুণা প্রকাশনী
৭ যুগলকিশোর দাস লেন
কলকাতা ৬
প্রচ্ছদপট
পূর্ণেন্দু পত্রী
মুদ্রাকর
দুর্গাপদ ঘোষ
শ্রীঅরবিন্দ প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৬

বুদ্ধদেব বসু স্মরণে

সূচীপত্র

ঐ তো আমার

নদীর ওপারে ঝুঁকে আছে বাঁশবন
ঐ তো আমার স্বর্গ
ঐ তো আমার বিস্মরণের ভিতরে একটি জোনাকি
ধপধপে সাদা বক উড়ে যায় মায়াবী সন্ধ্যা পেরিয়ে

নদীর ওপারে ঝাড়লণ্ঠন জ্বালিয়ে রেখেছে আকাশ
প্রতিধ্বনির মতো ফিরে এলো বন্ধু
শুকনো পাতায় শব্দ ছড়িয়ে নিশ্বাস উড়ে যায়
কে যেন হাসলো, ঠিক যেন চেনা নয়
কে যেন জলের কিনারে বসলো নুয়ে
সব যেন ঠিক স্বপ্ন, যদিও মাটিতে রয়েছি দাঁড়িয়ে
ঐ তো আমার স্বর্গ
ভগ্ন সেতুর প্রান্তে উদাস নশ্বরতা।

কবিতার মধ্যে

কবিতার মধ্যে বহু চিঠি, ভ্রমণকারীর
মতো
প্রতিটি বন্দর থেকে, মনে আছে,
মনে পড়ে ?
ছবির পোষ্টকার্ড।
ঈষৎ দূরত্বে এসে যেন কোনো সাঁকোর ওপরে
একলা দাঁড়িয়ে থাকা—ভ্রূ-সন্ধিতে ঘাম
নীচে জলস্রোত বহু দূরে যায়
সেই দূর মুহূর্তে বিধুর হ'য়ে ওঠে
একাকীত্বে হাওয়ায় হাওয়ায় শিহরণ
বেঁচে আছি, এই বার্তা জানাবার কি বিপুল সাধ
ছন্দ ও শব্দের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে
গাছ থেকে খসে পড়া ঘুরন্ত পাতার মতো চিঠি যায় উড়ে।

ভূতত্ত্ব সমীক্ষা সেরে ক্যাম্পের মলিন আলোয়
বসে আছে কবি
কবিতার মধ্যে তার দিনলিপি
কিংবা সে সংবাদপত্রের ধন্ধে
ঘনঘন দেখে যায় ঘড়ি
মাথার ভেতরে তাঁত ·
সব কিছু সম্বোধনে তুমি—
সুরক্ষিত মহাফেজখানা থেকে যাবতীয় তথ্যরাশি
সেও তো তোমার জন্য, রোমকূপে অস্থিরতা, জয়।

আকস্মিক সুন্দর যা, তা আমার একার কখনো না
অক্ষর সাজিয়ে তার বিলি বন্দোবস্ত করা চাই
উইপোকা আয়ু খেয়ে যায়।

যেমন বৃষ্টির আগে কালো মেঘে চিল ওড়ে
হঠাৎ চাঁদের পাশে ফুটে ওঠে আভা
ভুল ভাঙবার মতো আচম্বিতে মনে পড়ে যায়
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে শেষ কথাটাই বলা হয়নি
কিংবা কোনো হিম ভোরে প্রকৃতির
দুর্নিবার খেলা দৃশ্য হলে
নদীর কিনারে তুমি হেঁটে যাও
তখন সে ঊষা ও নদীকে মনে হয়
তোমার চোখের মতো উপহার, তরুণ সূর্যের সাক্ষ্য
বহুরূপী সুখ ও বিষাদ
এই সব ছোট ছোট চিঠি,···জানি কেউ
উত্তর দেবে না।

নির্জনতায়

অপ্সরাদের মতন সাদা ফুল ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফুটে আছে
ওদেরই জন্য আজ মেঘ ভাঙা জ্যোৎস্না কিছু বেশী
হঠাৎ ইচ্ছে করে তছনছ করে দিই রাত্রির বাগান
ঝড় আসবার আগে ঝড় তুলি
'শরীর, শরীর, তোমার মন নাই কুসুম ?'

সত্যিই এই প্রশ্ন করেছিলুম, এক রাত্তিরে
সার্কিট হাউসের পরিচ্ছন্ন উদ্যানে
প্রশ্ন নয়, প্রলাপের মতন, মানুষ যখন একা থাকে
দাড়ি কামাবার সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
সে যেমন মুখভঙ্গি করে
আমি নীচু হয়ে ফুলের গন্ধ শুঁকি
অস্বীকার করার সাধ্য নেই যে তা আমাকে
প্রীতি দেয়
তবু আমি বৃন্ত ছিঁড়ে পাপড়িগুলোতে নোখ বসাই
আমি একা। আমাকে কেউ দেখছে না
যেন আমি নারীকে ভালবাসার নাম করে
শুধু তার শরীরে লোভ করেছি
তার পায়ের কাছে বসে পুজো করতে করতে
হঠাৎ তার উরুতে মুখ গুঁজি
আমার জিভ তাকে লেহন করে, যা একদা
উচ্চারণ করেছে কবিতা
কোনোটাই অসত্য নয়—

এমন সময় ঝড় এসে ফুলবাগান ও আমার
চোখে ধুলো দিয়ে যায়।

প্রবাসের অভিজ্ঞতা

বহুদিন ছিলাম প্রবাসে আমি
দেখেছি মানুষ
নীরব তাঁদের কাছে কর্মী ও শিল্পীর মতো নত
দেখেছি বাতাসে ছেঁড়া কলাপাতা
যাই যাই শব্দ করে ওড়ে
হাঁটু ভাঙা সিংহ এক পড়ে আছে
হ্রদের কিনারে।

বহুদিন ছিলাম প্রবাসে আমি
দেখেছি মিনার
কীর্তিহীন
যাদের ফেরার কথা ছিল, তারা অনেকে ফেরেনি
মুক্তির ঈষৎ দূরে পৌঁছে কেউ
তৃষ্ণার্ত হয়েছে
শকুনি-পালকে কেউ লিখে গেছে নশ্বর জীবনী।

হিসেব মেলাও
সকলই ভূমির জন্য
কাঁচা খাদ্য ছেড়ে দিয়ে একদিন শস্যের সংগ্রহে
বহুদূর চলে আসা—
সেই সব ভূমিদাস এখন আমার
সহযাত্রী—
কেউ বা দেখায় পথ, অনেকেই
আপন চৌহদ্দি
পেরুতে জানে না
হিম গ্রাম পার হয়ে
অর্ধ সুপ্ত মফঃস্বল

সুতো কলে ষড়যন্ত্র
কারেন্সি নোটের তীক্ষ্ণ অস্ত্র,
যেন
প্রজাতি বিনাশ ছাড়া শান্তি নেই
সর্বত্র দেখেছি
সকলেই শান্তি চায়—
সকল সংসার জুড়ে অন্নের প্রতিভা।

বহুদিন ছিলাম প্রবাসে, আমি দেখেছি মানুষ
নদীর ভাঙন নিয়ে গান গায়—
নারী ও নিয়তি
পাশাপাশি ঘরে বাস—
অনিত্যের দারুণ নগ্নতা
চোখের বিকার আনে—
শিল্পের দুঃখের মতো তবু তার দিকে
ছুটে যায় বাহু
নিমফুলে ভ্রমর বসে না ?

দেখেছি মৃত্যুর কাছে মাতৃত্বের লোভ
বনপথে পাতার ওপরে শুকনো
ফোঁটা ফোঁটা রক্ত
কবেকার—
কুমারী স্তনের পাশে বাসনার তপ্ত হল্কা
কখনো তন্ময় ভোরে
মানুষ ও গরু দুই বন্ধু
পাশাপাশি কথা বলে।

বহুদিন ছিলাম প্রবাসে, আমি ক্লান্ত,
ইচ্ছে হয় বসি

হিজল বনের পাশে,
কিংবা মাথা দিয়ে শুই
ধরিত্রীর কোলে
হাওয়ার আদর খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ার মতো
সুখ নেই
এবং স্বপ্নের মধ্যে ফিরে আসে ক্লান্ত পথিকের প্রতিচ্ছবি

চেয়ার

তারপর সেখানে পড়ে রইলো কয়েকটা খালি চেয়ার
বাগানে, আকাশের নীচে
ঠিক সাজানো নয়, কাছাকাছি ও দূরে এবং
মুখোমুখি
শূন্য চেয়ারগুলোর ওপর ঝরে পড়ছে হিম।
একটু আগে ওর একটি চেয়ারে আমিও ছিলাম
এখন ঘরের ভেতরে জানলায় মুখ রেখে কেন যে আমি
উৎসুক ভাবে তাকিয়ে আছি
চেয়ারগুলির দিকে
নিজেই জানি না।
শুধু চেয়ে থাকা নয়
আমার দৃষ্টি ঝলকে ঝলকে ছুটে যাচ্ছে—
রঙ্গমঞ্চের আলোর মতন
যেন এক্ষুনি দৃশ্য বদলাবে, অথচ
আমি বাইরে যাবো না, কেউ ফিরে আসবে না
পৃথিবীর কয়েকটি স্থির সত্যের মতন
এও একটি
যা প্রতীক্ষা ও সুদৃশ্য চিন্তার মাঝখানে
সীমানা তুলে রাখে
প্রকাণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে জ্যোৎস্না খেলে বেড়ায়
প্রত্যেকটি শয়ন কক্ষ বন্ধ, ভেতরে উপনিষদের শ্লোকের
মতন নিরাভরণ অন্ধকার
ঘুমের মধ্যে একজন পাশ ফেরে, একজন বুক থেকে হাত নামায়
কোমরবন্ধে তলোয়ার এঁটে ওপর থেকে কালপুরুষ
এই গ্রহটিকে দেখছেন
আমি ঘরের ভেতর থেকে দেখছি বাগানের শূন্য চেয়ার
এখন স্থির চিত্র।

গুহাবাসী

—চ'লে যাবে ? সময় হয়েছে বুঝি ?
—সময় হয়নি, তাই চ'লে যাওয়া ভালো।
—এসো না এখনো এই গুহার ভিতরে খুঁজি
পড়ে আছে কিনা কোনো স্মৃতিশূন্য আলো।
—অথবা দু'জনে চলো বাইরে যাই ?
—আমার এ নির্বাসন দণ্ড আজ শেষ হবে ?
—ওসব হেঁয়ালি আমি বুঝি না, তোমাকে সবার মধ্যে চাই
—বহুদিন জনারণ্যে কাটিয়েছি, উৎসবে-পরবে
পিঁপড়ের মতো আমি খুঁটে খুঁটে জমিয়েছি সুখ উপভোগ
একদিন স্বচ্ছ এক হ্রদে অকস্মাৎ দেখি কার দীর্ঘ ছায়া, খুব কাছে
এদিকে ওদিকে চাই, কেউ নেই, তবে কি আমারই মনোরোগ ?
বস্তুত সৃষ্টির মধ্যে কাল-ঋণী ছায়া পড়ে আছে।
অন্ধকারে ছায়া নেই, তাই আমি গুহার আঁধারে
—আমাকে ডেকেছো কেন এই অবেলায় ?
—ভেবেছি—হয়তো ভুল, নারীর সুষমা বুঝি পারে,
ভেঙে দিতে সমস্ত বিস্মৃতি, যদি স্পর্শের খেলায়
মুহূর্ত বিমূর্ত হয়, যদি চোখ
—তবে তাই হোক, তবে তাই হোক
ভুল ভাঙা শুরু হ'তে দেরি করা ঠিক নয়
বিশেষত অন্ধকারে
—অন্ধকারে রক্ত হ'য়ে ফুটে ওঠে অনেক করবী
শৈশবের সব দুঃখ যে-রকম ফিরে পেতে চাই বারে বারে
তুমিও দুঃখেরই মতো, বড়ো প্রিয়, এই ওষ্ঠ বুক—
—ওসব জানি না, দুঃখ কিংবা ছায়াটায়া এখন থাকুক
ভুল ভাঙবার মতো এমন মধুর খেলা আর নেই
গুহার ভিতরে তাই শুরু হোক !

ঘরে-বাইরে

সেদিন ছিল একটি বিন্দু, যা মানুষকে ঘরে ফেরায়
ঘরে ফেরার পথে ছিল শুকনো কাঁটা, কয়েক ফোঁটা রক্ত
পথের থেকে পথ ঘুরে যায়, হাওয়ায় ওড়ে পালক
যে পাখিটি মরেই গেছে, তারই পালক—এও যেন জীবন্ত
পূর্ব কিংবা দক্ষিণে যে জীবন তাকে হাতছানি দেয়
সেদিন ছিল একটি বিন্দু, যা মানুষকে ঘরে ফেরায়।

ঘরের মধ্যে দেয়াল চিত্র, যা মানুষকে বাইরে ডাকে
পাহাড় ফুঁড়ে নদী এমন ভুল তুলিতে কে রচেছে?
রঙের এত ভুল ব্যবহার তবু এমন হৃদয়গ্রাহী
আসলে ভুল হৃদয় আছে এই শরীরে, ঘরের মধ্যে ছবি রাখা
সেদিন ছিল একটি বিন্দু যা মানুষকে বাইরে ডাকে।

যা চেয়েছি, যা পাবো না

—কি চাও আমার কাছে?
—কিছু তো চাইনি আমি!
—চাওনি তা ঠিক। তবু কেন
এমন ঝড়ের মতো ডাক দাও?
—জানি না। ওদিকে ছাখো
রোদ্দুরে রুপোর মতো জল
তোমার চোখের মতো
দূরবর্তী নৌকো
চতুর্দিকে তোমাকেই দেখা
—সত্যি করে বলো. কবি, কি চাও আমার কাছে?
—মনে হয় তুমি দেবী…
—আমি দেবী নই
—তুমি তো জানো না তুমি কে!
—কে আমি?
—তুমি সরস্বতী, শব্দটির মূল অর্থে
যদিও মানবী, তাই কাছাকাছি পাওয়া
মাঝে মাঝে নারী নামে ডাকি
—হাসি পায় শুনে। যখন যা মনে আসে
তাই বলো, ঠিক নয়?
—অনেকটা ঠিক। যখন যা মনে আসে—
কেন মনে আসে?
—কি চাও, বলো তো সত্যি? কথা ঘুরিয়ো না
—আশীর্বাদ!
—আশীর্বাদ? আমার, না সত্যি যিনি দেবী
—তুমিই তো সেই! টেবিলের ঐ পাশে
ফিকে লাল শাড়ি
আঙুলে ছোঁয়ানো থুতনি,

উঠে এসো
আশীর্বাদ দাও, মাথার ওপরে রাখো হাত
আশীর্বাদে·আশীর্বাদে আমাকে পাগল করে তোলো
খিমচে ধরো চুল, আমার কপাল
নোখ দিয়ে চিরে দাও
—যথেষ্ট পাগল আছো ! আরও হতে চাও বুঝি ?
—তোমাকে দেখলেই শুধু এরকম, নয়তো কেমন
শান্তশিষ্ট
—না দেখাই ভালো তবে। তাই নয় ?
—ভালো মন্দ জেনে শুনে যদি এ জীবন
কাটাতুম
তবে সে জীবন ছিল শালিকের, দোয়েলের
বনবিড়ালের কিংবা মহাত্মা গান্ধীর
ইরি ধানে, ধানের পোকায় যে-জীবন
—যে-জীবন মানুষের ?
—আমি কি মানুষ নাকি ? ছিলাম মানুষ বটে
তোমাকে দেখার আগে
—তুমি সোজাসুজি তাকাও চোখের দিকে
অনেকক্ষণ চেয়ে থাকো
পলক পড়ে না
কি দেখো অমন করে ?
—তোমার ভিতরে তুমি, শাড়ী-সজ্জা খুলে ফেললে
তুমি
তার আড়ালেও যে-তুমি
—সে কি সত্যি আমি ? না তোমার নিজের কল্পনা
—শোন্ খুকী—
—এই মাত্র দেবী বললে—
—একই কথা ! কল্পনা আধার যিনি, তিনি দেবী—
তুই সেই নীরা

তোর কাছে আশীর্বাদ চাই
—সে আর এমন কি শক্ত ? এক্ষুণি তো দিতে পারি
—তোমার অনেক আছে, কণা মাত্র দাও
—কি আছে আমার ? জানি না তো
—তুমি আছো, তুমি আছো, এর চেয়ে বড় সত্য নেই !
—সিঁড়ির ওপরে সেই দেখা
তখন তো বলো নি কিছু ?
আমার নিঃসঙ্গ দিন, আমার অবেলা
আমারই নিজস্ব—শৈশবের হাওয়া শুধু জানে

—দেবে কি দুঃখের অংশভাগ ? আমি
ধনী হবো
—আমার তো দুঃখ নেই—দুঃখের চেয়েও
কোনো সুমহান আবিষ্টতা
আমাকে রয়েছে ঘিরে
তার কোনো ভাগ হয় না
আমার কি আছে আর, কি দেবো তোমাকে ?
—তুমি আছো, তুমি আছো, এর চেয়ে বড় সত্য নেই !
তুমি দেবী, ইচ্ছে হয় হাঁটু গেড়ে বসি
মাথায় তোমার করতল, আশীর্বাদ···
তবু সেখানেও শেষ নেই
কবি নয়, মুহূর্তে পুরুষ হয়ে উঠি
অস্থির দু'হাত
দশ আঙুলে আঁকড়ে ধরতে চায়
সিংহিনীর মতো ঐ যে তোমার কোমর
অবোধ শিশুর মতো মুখ ঘষে তোমার শরীরে
যেন কোনো গুপ্ত সংবাদের জন্য ছটফটানি
—পুরুষ দূরত্বে যাও, কবি কাছে এসো
তোমায় কি দিতে পারি ?

—কিছু নয় !
—অভিমান ?
—নাম দাও অভিমান !
—এটা কিন্তু বেশ ! যদি
অসুখের নাম দিই নির্বাসন
না-দেখার নাম দিই অনস্তিত্ব
দূরত্বের নাম দিই অভিমান ?
—কতটুকু দূরত্ব ? কি, মনে পড়ে ?
—কি করে ভাবলে যে ভুলবো ?
—তুমি এই যে বসে আছো, আঙুলে ছোঁয়ানো থুতনি
কপালে পড়েছে চূর্ণ চুল
পাড়ের নক্সায় ঢাকা পা
ওষ্ঠাগ্রে আসন্ন হাসি—
এই দৃশ্যে অমরত্ব
তুমি তো জানো না, নীরা,
আমার মৃত্যুর পরও এই ছবি থেকে যাবে ।
—সময় কি থেমে থাকবে ? কি চাও আমার কাছে ?
—মৃত্যু !
—ছিঃ, বলতে নেই
—তবে স্নেহ ? আমি বড় স্নেহের কাঙাল
—পাওনি কি ?
—বুঝতে পারি না ঠিক ! বয়স্ক পুরুষ যদি স্নেহ চায়
শরীরও সে চায়
তার গালে গাল চেপে দিতে পারো মধুর উত্তাপ ?
—ফের পাগলামি ?
—দেখা দাও !
—আমিও তোমায় দেখতে চাই ।
—না !
—কেন ?

—বলো না। কক্ষনো বলো না আর ঐ কথা
আমি ভয় পাবো।
এ শুধুই এক দিকের
আমি কে? সামান্য, অতি নগণ্য, কেউ না
তবু এত স্পর্ধা করে তোমার রূপের কাছে—

—তুমি কবি?

—তা কি মনে থাকে? বারবার ভুলে যাই
অবুঝ পুরুষ হয়ে কৃপাপ্রার্থী

—কি চাও আমার কাছে?

—কিছু নয়। আমার দু'চোখে যদি ধুলো পড়ে
আঁচলের ভাপ দিয়ে মুছে দেবে?

সমালোচকের প্রতি

বারান্দার রেলিং ধরে একটুখানি ঝুঁকে দাঁড়ালে
ইচ্ছে হয়, আরও একটু ঝুঁকি
আরও একটু, আরও একটু, এবার শরীর হালকা
এখন বাতাসচারী
এখন আমি হাওয়ার মধ্যে ভাসতে পারি—

মাটির ওপর আছড়ে পড়বো ?
আমি তো নই মাটির মানুষ
যে উদ্বাস্তু, তার আবার কি মাটির টান হে ?
চশমা-আঁটা সমালোচক এই তো সেদিন বলে দিলেন
পায়ের তলায় মাটি নেই তো, তাই তো ওরা
ছন্নছাড়া অবিশ্বাসী !

দিনে ও রাত্রে

রাজার বাড়িতে কার খুব অসুখ
রাজ বাড়ির রং কাঁচা হলুদ
রাজবাড়ির বাগানে রাধা-চূড়া ফুল পড়ে আছে।

দরোয়ান, গেট খোলো।
জুড়িগাড়ি বেরিয়ে যায়, ঘোড়ার গায়ে
পিছলে পড়ে রোদ।
রাজার মেয়ে দেরাদুন কনভেন্টে সন্ন্যাসিনী
রাজার নিজস্ব ম্যাস্টিফ নেড়ি কুত্তার সঙ্গে
বন্ধুত্ব করে
রাজবাড়ির সিঁড়িতে ঝমঝম শব্দে গেলাস ভাঙে
দরোয়ান, গেট খোলো!
গলায় ঘণ্টা ঝুলিয়ে একপাল মোষ ঢুকলো
দুধ দিতে।

গভীর রাত্রির অন্ধকারে ডুবে আছে রাজবাড়ি
বিদ্যুতের মতন তীক্ষ্ণ গলায় কেউ হেসে উঠলো
কেউ মিনতি করে বললো, আমায় মুক্তি দাও
ও বাড়িতে কেউ আত্মহত্যা করে না
আমি জানি,
আমি পাশের বাড়িতেই থাকি

স্থির সত্য

বহুদিন আকাশ ভাসানো জ্যোৎস্নায়
হেঁটে যাইনি
নদীর কিনারায়
একটি ঘাস ফুল ছিঁড়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিইনি স্রোতে
বহুদিন, বহুদিন—
তবু আমি জানি
এখনো কোনোদিন জ্যোৎস্নায় ভেসে যায় আকাশ
আমার জন্য প্রতীক্ষা করে
নদীর কিনারার মাটি প্রতীক্ষা করে আছে
আমার পদস্পর্শের
ঘাস ফুলটি হাওয়ায় দুলছে প্রতীক্ষায়
আমি তাকে ছিঁড়ে নেবো
জলস্রোত ছলচ্ছল শব্দে আমায় ডাক পাঠাবে
এই সব স্থির সত্য নিয়ে বেঁচে আছি।

অপেক্ষা

সকালবেলা এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম একজন বৃদ্ধ আন্তর্জাতিক
ফরাসীর সঙ্গে দেখা করার জন্য, যিনি নিজের শৈশবকে ঘৃণা
করেন।
তিনি তখনো আসেননি, আমি একা বসে রইলাম ভি আই পি
লাউঞ্জে। ঠাণ্ডা ঘর, দুটি টাটকা ডালিয়া, বর্তমান রাষ্ট্রপতির
বিসদৃশ রকমের বড ছবি। সিগারেট ধরিয়ে আমি বই খুলি।
যে কোনো বিমানের শব্দে আমার উৎকার্ণ হয়ে ওঠার দরকার
নেই। বিশেষ অতিথির ঘর চিনতে ভুল হয় না। সিকিউরিটির
লোক একবার এসে আমাকে দেখে যায়। আমি অ্যাশট্রের
বদলে ছাই ফেলি সোফার গদিতে--কারণ, এতে কিছু যায়
আসে না।
সময়ের মুহূর্ত, পল, অনুপল স্তব্ধ হয়ে থাকে—এক বদ্ধ
বিরাট নির্জন ঘর, আমি একা, আমার পা ছড়ানো—আকাশ
থেকে মহাকাশে ঘুরতে ঘুরতে চলে যায় স্মৃতি, তার মধ্যে একটা
সূর্যমুখী ক্রমশ প্রকাণ্ড থেকে আরও বিশাল, লক্ষ লক্ষ
সমান্তরাল আলো, যুদ্ধ-প্রতিরোধের মিছিলের মতন,
যেন অজস্র মায়াময় চোখ দংশন করে নির্জনতা, ঘুমের
মধ্যে পাশ ফেরার মতন···
একটা টেলিফোন বেজে ওঠে। আমার জন্য নয়, আমার
জন্য নয়—।

দুঃখের গল্প

একজন মানুষ শুকনো নদীর সামান্য

পা ধুচ্ছে

লোকটি এই মাত্র পায়ে হেঁটে নদী পার হয়ে এলো।

এই একটা দুঃখের দৃশ্য
এই একজন বিষণ্ণ মানুষ—
লাল ধুলোর ঝড় খেলা করে আকাশে
ব্রিজের ওপর ঝমঝমিয়ে চলে যায় ট্রেন
প্রকাণ্ড অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে গ্রাম বাংলা।

আমি দেখেছি, বস্তুত স্বপ্নেই দেখেছি, সেই লোকটি
এই অবশিষ্ট নদীর
ভূতপূর্ব খেয়া পারাপারের মাঝি
সে আজ পায়ে হেঁটে এই নদী পার হয়ে এসে
অপমানিত
নুয়ে আছে তার শরীর—
ঘোলাটে জলে তার মুখের কোনো ছায়া পড়ে না

এই একটা দুঃখের দৃশ্য
এই একজন বিষণ্ণ মানুষ।
সে উঠে আসে আস্তে আস্তে
বিড়ি ধরাবার জন্য অন্য একজনের কাছে
আগুন চায়
অন্য লোকটি অবাঙমানসগোচর,
দেশলাই বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে,
কি হে কেমন ?

সে সামান্য হেসে বলে, ভালোই আছি—
তারপর কালপুরুষের দিকে ধোঁয়া ওড়ায়

এই একটা দুঃখের দৃশ্য
এই একজন বিষণ্ন মানুষ
এখানে রয়েছে নদী বিচ্ছেদের কাহিনী—
এর সঙ্গে আমার বা তোমার দুঃখের
কোনো তুলনাই হয় না।

অন্যলোক

যে লেখে, সে আমি নয়
কেন যে আমায় দোষী কর !
আমি কি নেকড়ের মতো ক্রুদ্ধ হয়ে ছিঁড়েছি শৃঙ্খল ?
নদীর কিনারে তার ছেলেবেলা কেটেছিল
সে দেখেছে সংসারের গোপন ফাটল
মাংসল জলের মধ্যে তার আয়না খুঁজেছে, ভেঙেছে ।
আমি তো ইস্কুলে গেছি, বই পড়ে প্রকাশ্য রাস্তায়
একটা চাবুক পেয়ে হয়ে গেছি শূন্যতায়
ঘোড় সওয়ার ।

যে লেখে সে আমি নয়
যে লেখে সে আমি নয়
সে এখন নীরার সংশ্রবে আছে পাহাড শিখরে
চৌকোশ বাক্যের সঙ্গে হাওয়াকেও
হারিয়ে দেয় দুরন্তপনায়
কাঙাল হতেও তার লজ্জা নেই
এবং ধ্বংসের জন্য তার এত উন্মত্ততা
দূতাবাস কর্মীকেও খুন করতে ভয় পায় না
সে কখনো আমার মতন বসে থাকে
টেবিলে মুখ গুঁজে ?

পাওয়া

অন্ধকারে তোমার হাত
ছুঁয়ে
যা পেয়েছি, সেইটুকুই তো পাওয়া
যেন হঠাৎ নদীর প্রান্তে
এসে
এক আঁজলা জল মাথায় ছুঁইয়ে যাওয়া ।

আমিও ছিলাম

পাঁচজনে বলে পাঁচ কথা, আমি নিজেকে এখনো চিনি না
চেয়েছিলাম তো সকালবেলার শুদ্ধ মানুষ হতে
দশ দিকে চেয়ে আলোর আকাশে আয়নায় মুখ দেখা
আমিও ছিলাম, আমিও ছিলাম, এই সুখে নিঃশ্বাস।

জানি না কোথায় ভুল হয়ে যায়, ছায়া পড়ে ঘোর বনে
ঝড়ে বৃষ্টিতে পায়ে পায়ে হেঁটে যাকে মনে করি বন্ধু
সে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, চোখে অচেনা মতন ভ্রূকুটি
নেশায় রক্ত উন্মাদ হয়, তছনছ করি নারীকে
অস্তিত্বের সীমানা ছাড়িয়ে জেগে ওঠে সংহার
আঁধার সিঁড়ির শেষ ধাপে বসে চোখ জ্বালা করে ওঠে।

চেয়েছিলাম তো সকালবেলার শুদ্ধ মানুষ হতে
বারবার সব ভুল হয়ে যায় এত বিপরীত স্রোত
বুকের মধ্যে প্রবল নিদাঘ, পশ্চিমে হেলে মাথা
আমিও ছিলাম, আমিও ছিলাম, কান্নার মতো শোনায়।

জীবন স্মৃতি

—তোমার ছিল স্বপ্ন দেখার অসুখ, তুমি
আপন মনে কথা বলতে

—তোমার ছিল বিষম দুঃখ,
তুমি কখনো
নদীর পারে একলা যাও নি

—তোমার ছিল ছুরির মতন
ধারালো রাগ
হঠাৎ যেদিন হাতে তোমার কাঁটা ফুটলো
গোলাপ গাছটা লণ্ডভণ্ড করেছিলে,
মনে পড়ে না ?

—শুধু কি তাই, প্রজাপতির
ডানা ছিঁড়েছি
কত খেলনা কেড়ে নিয়েছি
অন্তত তিন ডজন কাচের
বাসন ভাঙা সব মিলিয়ে

—নিষ্ঠুরতায় এখনো তুমি কম যাও না
'বিদায়' শব্দ কঠিন ভাবে
বলতে পারো
রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেই
মিলিয়ে যায় অনেক স্মৃতি

—তোমার ছিল দয়ার শরীর
সারা জীবন

ভালো না বেসে দয়া দেখালে
লাজুকতার আড়ালে এক অহংকারী !

—ভালোবাসা তো পারস্পরিক
আমায় কেউ ভালোবাসে নি
ঘোর দুপুরে অভুক্ত এক
ক্লান্ত কিশোর
কেউ কি তাকে কাছে ডেকেছে ?

—তুমি অনেক রাত্রিবেলায়
সিঁড়ির মধ্যে বসে থাকতে
নীচে কিংবা ওপর দিকে
কোথায় যাবে, ঠিক জানো না
এটাই তোমার মূল সমস্যা
পূর্ণিমায় বা অমাবস্যায়
পথ খুঁজতে ভুল হয়ে যায় ।
সেই নদীটা খুঁজতে খুঁজতে
মনের ভুলে
গভীর বনে ঢুকে পড়লে ।

—গভীর এবং অন্ধকারও, সেই অরণ্য
শিবের বিশাল জটার মতন
নদীও তাতে
হারিয়ে যায়
নির্জনতার উদাস্য রব জ্বালা ধরায়
বুকের মধ্যে
উচ্চাকাঙ্ক্ষা নতজানু ।

—একলা রাস্তা পাও নি বলেই
গিয়েছিলে না
দলে-মিছিলে ?

—আইসক্রিমের কাঠির মতন
আবার আমি
পরিত্যক্ত !

—এটাও একটা বিলাসিতা নিজেও জানে।
—তুমিও বুঝি বিলাসী নও
যেমন, তোমার স্বপ্ন দেখা ?

—সর্বনাশ ও স্মৃতির দুঃখ
স্বপ্ন এখন এসব দেখায় !
নারীর কাছে গিয়েছিলাম
আঁচড়ে কামড়ে রক্ত পাগল
ভালোবাসার দুঃখ ছাড়াও
সর্বনাশের গাঢ় মহিমা
এর থেকে কেউ দূরে যায় কি ?

—এক এক সময় নেশার মতন
দূরের দিকে চোখ ঠেকে যায়
দূরত্বকে শান্তি বলে মানতে হঠাৎ ইচ্ছে করে

—যেমন দূর ছেলেবেলার
দুঃখগুলোও মধুর, যেমন
অন্ধকারে আত্মগ্লানি লুকিয়ে ফের
বাইরে এসে মনে হয় না, চমৎকার
এই বেঁচে থাকা ?

সেই সব স্বপ্ন

কারাগারের ভিতরে পড়েছিল জ্যোৎস্না
বাইরে হাওয়া, বিষম হাওয়া, সেই হাওয়ায়
নশ্বরতার গন্ধ
তবু ফাঁসীর আগে দীনেশ গুপ্ত চিঠি লিখেছিল
তার বউদিকে ঃ
"আমি অমর, আমাকে মারিবার সাধ্য কাহারো নাই !"

মধ্যরাত্রি, আর বেশী দেরী নেই
প্রহরের ঘণ্টা বাজে, শান্ত্রীও ক্লান্ত হয়
শিয়রের কাছে এসে মৃত্যুও বিমর্ষ বোধ করে
কণ্ডেমন্‌ড সেলে বসে প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য লিখছে ঃ
"মা, তোমার প্রদ্যোৎ কি কখনো মরতে পারে ?
আজ চারদিকে চেয়ে ছাখো
লক্ষ 'প্রদ্যোৎ' তোমার দিকে চেয়ে হাসছে—
আমি বেঁচেই রইলাম মা, অক্ষয়···"

কেউ জানতো না সে কোথায়
বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ছেলেটি, আর ফেরেনি
জানা গেল, দেশকে ভালোবাসার জন্য সে পেয়েছে
মৃত্যুদণ্ড
শেষ মুহূর্তের আগে পোস্টকার্ডে ভবানী ভটচাজ
অতি দ্রুত লিখেছিল ছোট ভাইকে ঃ
"অমাবস্যার শ্মশানে ভীরু ভয় পায়—
সাধক সেখানে সিদ্ধিলাভ করে
আজ আমি বেশী কথা লিখবো না
শুধু ভাববো, মৃত্যু কত সুন্দর।"

লোহার শিকের ওপর হাত

তিনি তাকিয়ে আছেন অন্ধকারের দিকে

দৃষ্টি ভেদ করে যায় দেয়াল, অন্ধকারও

বাঙ্ময় হয়

সূর্য সেন পাঠালেন তাঁর শেষ বাণী :

"আমি তোমাদের জন্য কি রেখে গেলাম ?

শুধু একটি মাত্র জিনিস,

আমার স্বপ্ন—

একটি সোনালি স্বপ্ন

এক শুভ মুহূর্তে আমি প্রথম এই স্বপ্ন দেখেছিলাম !"

সেই সব স্বপ্ন এখনও বাতাসে উড়ে বেড়ায়,

শোনা যায় নিশ্বাসের শব্দ

অসব মরে, স্বপ্ন মরে না—

রমন্তের অন্য নাম হয়

কানু, সন্তোষ, অসীমরা জেলখানার নির্মম অন্ধকারে বসে

এখনও সেরকম স্বপ্ন দেখছে !

কবির দুঃখ

শব্দ তার প্রতিবিম্ব আমাকে দেখাবে বলেছিল
শব্দ তার প্রতিবিম্ব আমাকে দেখাবে বলেছিল
গোপনে
শব্দ তার প্রতিবিম্ব আমাকে দেখাবে বলেছিল।

শব্দ ভেঙে গেলে যেন শৃঙ্খলের মতো শব্দ হয়
পাহাড়ের চূড়া থেকে খসে পড়া রুপালি পাতার মতো
সন্ধ্যায় সূর্যকে দীপ্ত দেখে
লক্ষ বৎসরের পর এক মুহূর্তের জন্য দুর্লভ স্বরাজ
বুকের ভিতর যেন তোমার মুখের মতো প্রতিবিম্ব শিল্পে ঝলসে ওঠে
মনে হয়
সমস্ত শিল্পের সার তোমার ও মুখের বর্ণনা
সমস্ত শিল্পের সার তোমার ও মুখের বর্ণনা
কালহীন, বর্ণহীন
প্রতিশব্দহীন

আমি সূর্যকরোজ্জল হ্রদের কিনারে তবু ভালেরির মতো
পাইনি প্রার্থিত শব্দ, উদ্ভাসিত প্রতিবিম্ব, যদিও আমাকে
প্রেম তার প্রতিমূর্তি গোপনে দেখাবে বলেছিল।

পদ্মায় পুনর্বার

এইমাত্র এসে ভিড়লো ফেরী জাহাজ। কী সৌভাগ্য আমার, রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়াবার জায়গা পেলুম।

নদীর ওপার নেই, মধ্যিখানে চড়া, রোদ্দুর রং-এর এক ঝাঁক পাখির লুটোপুটি। আকাশের নীল রেখা ভেদ করে উড়ে গেল বিমান, জল আলোড়িত হলো, ছাড়লো ফেরী।

যে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে একটি বালকের পঁচিশ বছর পরের চেহারা। সে শৈশব ও মধ্য যৌবনের দু'রকম চোখ নিয়ে দেখছে নদী। যেন সব কিছুই চেনা, অথচ মানুষটিকে কেউ চেনে না।

বিস্ময়বোধের পাশে এসে দাঁড়াল বুদ্ধি, বেদনাকে সান্ত্বনা দেয় যুক্তি, দীর্ঘশ্বাসকে উড়িয়ে নিয়ে যায় হু-হু হাওয়া, নদীর জলে হালকা মেঘের ছায়া পড়ে।

হে নদী কীর্তিনাশা, তোমার শান্ত গম্ভীরতায় উন্মোচিত হয় ছদ্মবেশ। গোয়ালন্দ ভেঙে তুমি ছুঁয়েছো ফরিদপুর। মানুষ আসে যায়, নদী পার হয়, বাতাস উড়িয়ে ভেসে যায় নৌকোর সারি, সময় এদের সবাইকে চিহ্ন দিয়ে গেছে।

শৈশব ও মধ্য যৌবন সম্মিলিত করে আমি বিপুল জলের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ নাকে এলো মুর্গী রান্নার গন্ধ, তৎক্ষণাৎ সেইদিকে……

শূন্য ট্রেন

ট্রেনের জানলায় মুখ, ঐ মুখ হলুদ আলোর মতো ফিরে আসে
মধ্যরাতে একা
এখন সন্ধ্যার রোদ ফসলের ক্ষেতের ওপাশে
বিষণ্ণ বাদামী :
প্রান্তর ফুরিয়ে গেলে ট্রেন থামে, তবু আরও আছে
মহাশূন্যে সন্তলব্ধ বিষম এলাকা।—
ধানের বুকের কাঁচা দুধ দেখে প্রীত মনে আমি
ধরিত্রীকে সুস্থ জেনে চলে যাব প্রাণহন্ত্রী নীলিমার কাছে,

প্রচণ্ড হুইস্‌ল্‌ শুনি বার বার মধ্যরাতে একা।

বাগানের ফুলগুলি ঝরে যায় বিনম্র জ্যোৎস্নায় শোকহীন
প্রতিদিন সন্ধ্যার বাগানে,
তবুও আমায় কেন চোর বলে প্রত্যেক শরিক !
এ পৃথিবী ভরে গেছে ক্লান্তিকর মনীষায়, সাফল্যের গানে
বিশাল গর্জনে ভেঙে জানলার শিক
সভ্যতার জয়ধ্বনি কর্ণে পশে, কে হে তোমরা ধৃষ্ট চোখে
দেখাও তর্জনী
প্রত্যহ সঙ্গম বিনা ঘুম আসে না, শোনো, সু-শরীর, পীনস্তনী
রমণী দুর্লভ বড়, শিয়রের অন্ধকারে কয়েকটি রঙিন
ফুল রেখে দিতে চাই, সামান্য সৌখিন, ওরা মুছে নিতে জানে
শরীরের দুর্গন্ধ, কুরূপ, ওরা ঝরে থাকে সন্ধ্যার বাগানে
বিনম্র জ্যোৎস্নায় শোকহীন।

বুকের ভিতর শুয়ে বুক দেখি না, এত আলো, চোখ ভেসে যায়
চক্ষু অন্ধ করে দিলে ধন্য হয় অন্ধকার দেখা
নগরীর সব লোক ছুটেছে অগণ্য শোক সভায় ;

শুধু আমি ফুল্‌চোর-নীলিমায় কৌমার্য-হরণ রক্ত মেখে শুয়ে আছি
শীতের অত্যন্ত কাছাকাছি,—
শূন্য, ভয়ংকর ট্রেন ফিরে আসে মধ্যরাতে একা।

মৃতের উপদ্রব

কবিতা লেখার খাতা কখনো ভয়ের মতো শব্দ করে
মুখের সামনে আসে অপর কবির মুখ
এই বৃষ্টি, এই নির্জনতা এই বিকেলবেলায় শুয়ে থাকা
অপর কবির চোখ দিয়ে দেখা হয়
অপর কবির মতো শব্দ আসে, শব্দগুলি বিদেশী নির্দেশে
সারিবদ্ধ হয়
কবিতার মতো যেন হয়ে ওঠে, নিশ্চয়ই কবিতা, কার ?
আমার অনভিপ্রেত হাতে খেলা করে যেন আমার অসহায়তা।

অর্ধেক শতাব্দী আগে মৃত কবি, সহসা বিকেলবেলা
আমার নিঃসঙ্গ জাগা, আমার বৃষ্টির দিকে চেয়ে থাকা—চুরি করে
আমার শব্দ ও বাক্য কেড়ে নেয়, তার বুক ভাঙা দুঃখ, অসমাপ্ত শ্বাস,
বাণী সন্ধানের ব্যাকুলতা—
আমার পেন্সিল ছুঁয়ে পাখা ঝাপটায়, আমি ভয় পাই
আমি খাতা বন্ধ রেখে চোখ বুজে ভয় ভোগ করি।

এখন নারীর কাছে গেলে আমি স্পষ্ট দেখতে পাবো
নারীর দু'বাহু চেপে চুম্বনে নিরত আছে
অর্ধেক শতাব্দী আগে মৃত এক কবি।

ফিরে যাবো

বহুদিন স্বর্গ থেকে দূরে আছি, মনে পড়ে
পুরোনো স্বদেশ
ছিলাম বাসনা-লঘু, গ্লানিহীন রৌদ্রের উৎসবে
অমলিন ছেলেবেলা , ঘাসের শিশিরে
ছুটোছুটি
হারানো বোতাম খুঁজে কেটে গেছে বেলা ।

বহুদিন স্বর্গ থেকে দূরে আছি, মনে পড়ে
পুরোনো স্বদেশ
বৃদ্ধ নাবিকের গানে যে-রকম উদাসীন মনে হয়
প্রান্তরের ছায়া
হঠাৎ হাওয়ায় যেন শুকনো পাতা শব্দ করে,
ফিরে যাবো, ফিরে যেতে হবে
কপালের ঘাম মুছে মানুষের কাঁধে রাখি হাত ।

পাহাড় চূড়ায়

অনেকদিন থেকেই আমার একটা পাহাড় কেনার শখ। কিন্তু পাহাড় কে বিক্রি করে তা জানি না। যদি তার দেখা পেতাম, দামের জন্য আটকাতো না। আমার নিজস্ব একটা নদী আছে, সেটা দিয়ে দিতাম পাহাড়টার বদলে।

কে না জানে, পাহাড়ের চেয়ে নদীর দামই বেশী। পাহাড় স্থাণু, নদী বহমান। তবু আমি নদীর বদলে পাহাড়টাই কিনতাম। কারণ, আমি ঠকতে চাই।

নদীটাও অবশ্য কিনেছিলাম একটা দ্বীপের বদলে। ছেলেবেলায় আমার বেশ ছোট্টোখাট্টো, ছিমছাম একটা দ্বীপ ছিল। সেখানে অসংখ্য প্রজাপতি। শৈশবে দ্বীপটি ছিল বড় প্রিয়।

আমার যৌবনে দ্বীপটি আমার কাছে মাপে ছোট লাগল। প্রবহমান ছিপছিপে তন্বী নদীটি বেশ পছন্দ হলো আমার। বন্ধুরা বললো, ঐটুকু একটা দ্বীপের বিনিময়ে এতবড একটা নদী পেয়েছিস? খুব জিতেছিস তো মাইরি!

তখন জয়ের আনন্দে আমি বিহ্বল হতাম। তখন সত্যিই আমি ভালোবাসতাম নদীটিকে।

নদী আমার অনেক প্রশ্নেরউত্তর দিত। যেমন, বলো তো, আজ সন্ধ্যেবেলা বৃষ্টি হবে কিনা?

সে বলতো, আজ এখানে দক্ষিণ গরম হাওয়া। শুধু একটি ছোট্ট দ্বীপে বৃষ্টি, সে কি প্রবল বৃষ্টি, যেন একটা উৎসব!

আমি সেই দ্বীপে আর যেতে পারি না, সে জানতো। সবাই জানে। শৈশবে আর ফেরা যায় না।

এখন আমি একটা পাহাড় কিনতে চাই। সেই পাহাড়ের পায়ের কাছে থাকবে গহন অরণ্য, আমি সেই অরণ্য পার হয়ে যাবো—তারপর শুধু রুক্ষ কঠিন পাহাড়। একেবারে চূড়ায়, মাথার খুব কাছে আকাশ, নীচে বিপুলা পৃথিবী, চরাচরে তীব্র নির্জনতা। আমার কণ্ঠস্বর সেখানে কেউ শুনতে পাবে না। আমি ঈশ্বর মানি না, তিনি আমার মাথার কাছে ঝুঁকে দাঁড়াবেন না। আমি শুধু দশ দিককে উদ্দেশ্য করে বলবো, প্রত্যেক মানুষই অহংকারী, এখানে আমি একা—এখানে আমার কোনো অহংকার নেই। এখানে জয়ী হবার বদলে ক্ষমা চাইতে ভালো লাগে। হে দশ দিক, আমি কোনো দোষ করিনি। আমাকে ক্ষমা করো।

তুমি যেই এসে দাঁড়ালে

তুমি জেনেছিলে মানুষে মানুষে
হাত ছুঁয়ে বলে বন্ধু
তুমি জেনেছিলে মানুষে মানুষে
মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়
হাসি বিনিময় করে চলে যায়
উত্তরে দক্ষিণে
তুমি যেই এসে দাঁড়ালে—
কেউ চিনলো না কেউ দেখলো না
সবাই সবার অচেনা !

চেনার মুহূর্ত

বহু অর্চনা করেছি তোমায়, এখন ইচ্ছে
টেনে চোখ মারি
হে বীণাবাদিনী, তুমিও তো নারী, ক্ষমা করো এই
বাক ব্যবহার
তুমি ছাড়া আর এমন কে আছে, যার কাছে আমি
দাস্য মেনেছি
এবার আমাকে প্রশ্রয় দাও, একবার আমি
ছিলা টান করি।

একবার এই পাংশুবেলায় তুমি হয়ে ওঠো
শরীরী প্রতিমা
অনেক দেখেছি দুনিয়া বাহার, এবার ফুঁ দিয়ে
নেভাই গরিমা
হলুদকে বলা রক্তিম হতে—ভাষাভ্রান্তির
এই উপহাস
মানুষকে বড় বিমূঢ় করেছে, এবার অস্ত্র
দুঃখ দহন।

জানি না কোথায় পড়েছিল বীজ, পৃথিবীতে এত
ভুল অরণ্য
দুঃখ সুখের খেলায় দেখেছি বারবার আসে
প্রগাঢ় তামস
তোমার রূপের মায়াবী বিভায় একবার জ্বালো
ক্ষণ বিদ্যুৎ
চোখ যেন আর চিনতে ভোলে না, তুমি জানো আমি
কত অসহায়।

সখী, আমার

সখী, আমার তৃষ্ণা বড় বেশী, আমায় ভুল বুঝবে ?
শরীর ছেনে আশ মেটে না, চক্ষু ছুঁয়ে আশ মেটে না
তোমার বুকে ওষ্ঠ রেখেও বুক জলে যায়, বুক জলে যায়
যেন আমার ফিরে যাওয়ার কথা ছিল, যেন আমার
দিঘির পাড়ে বকের সঙ্গে দেখা হল না !

সখী, আমার পায়ের তলায় সর্ষে, আমি
বাধ্য হয়েই ভ্রমণকারী
আমায় কেউ দ্বার খোলে না, আমার দিকে চোখ তোলে না
হাতের তালু জ্বালা ধরায়, শপথগুলি ভুল করেছি
ভুল করেছি
মুহুর্মুহু স্বপ্ন ভাঙে, স্বপ্নে আমার ফিরে যাওয়ার
কথা ছিল, স্বপ্নে আমার স্নান হলো না।

সখী, আমার চক্ষুদুটি বর্ণকানা, দিনের আলোয়
জ্যোৎস্না ধাঁধা
ভালোবাসায় রক্ত দেখি, রক্ত নেশায় ভ্রমর দেখি
সুখের মধ্যে নদীর চড়া. শুকনো বালি হা হা তৃষ্ণা
হা হা তৃষ্ণা
কীর্তি ভেবে ঝড়ের মুষ্টি ধরতে গেলাম, যেন আমার
ফিরে যাওয়ার কথা ছিল, যেন আমার
স্বরূপ দেখা শেষ হলো না।

মিথ্যে নয়

হঠাৎ দূর থেকে এক একটা আকস্মিক ডাক আসে
ভুলেছিলাম
দপ করে জ্বলে ওঠে অন্ধকার আকাশে উল্কা
ব্যগ্র কণ্ঠে বার বার জিজ্ঞেস করি, তুমি ?
তুমি ? তুমি ?
দূরের অস্পষ্ট স্বর মৃদু হাস্যে বলে,
চিনতে পারো নি ?
উদ্‌ভ্রান্তের মতন আমি এদিক ওদিক তাকাই
মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে
এই সময় কোন কথাটা বললে মানায় ?
বলবো কি, সারা জীবন তোমার ডাকের
প্রতীক্ষায় আছি—
প্রতিটি মুহূর্ত, সব সময়—
যদিও কত কাজের মধ্যে ডুবে আছি—
শরীরে মালিন্যের সর পরে
কত ক্ষুদ্রতা নীচতার মধ্য দিয়ে সাঁতার কেটে
যেতে হয়
এই মুহূর্তে ঐ কথাটা হয়তো মিথ্যে শোনাবে
অথচ মিথ্যে যে নয়, কি করে বোঝাবো ?

হেমন্তে বর্ষায় আমি

হেমন্তে বর্ষায় আমি ঝরে গেছি
শিশির ছুঁয়েছে চোখ নদী-প্রাণ প্রান্তরের কাছে
জঙ্ঘার তিলের মতো আবিষ্কার অন্ধকারে মিলে মিশে যায়
হেমন্তে বর্ষায় আমি ঝরে গেছি
ঘুমন্ত মুখের কাছে উড়ে উড়ে পড়ে বাঁশ পাতা
হেমন্তে বর্ষায় আমি ঝরে গেছি।

কী আদর ছিল এই মেঘ ও রৌদ্রের নিচু খেলা ও খেলার মতো ফুলের তৃণের
পালকের তরবারি কেটে ছিল জলেব সীমানা
আমার দুঃখের কাছে বাদল পোকার মতো
তারা সব ছুটে এসেছিল
হেমন্তে বর্ষায় আমি ঝরে গেছি

হেমন্তে বর্ষায় আমি দীর্ঘ পথ পতনে উত্থানে
বাতাসের লণ্ডভণ্ড দুনিয়ায় মিশিয়েছি
নুনের লাবণ্য
অস্থির শিরীষ গাছে প্রজাপতি বসে, উড়ে যায়
হারানো বন্ধুর মুখ ওরকম
হেমন্তে বর্ষায় আমি ঝরে গেছি।

বঞ্চনা

সিংহদ্বার খুলে গেছে, ভেতরে দেখি শুধুই শূন্যতা
হা হা করছে অন্ধকার
কেউ নেই, কোনো রহস্যও না
যেন বালক বয়েসের হাওয়া ঘুরে যায়
দু' একটা শুকনো পাতার শব্দ—
কেউ নেই ? আমি চেঁচিয়ে উঠি
প্রতিধ্বনি আসে, কেউ নেই. নেই, নেই—
আমার তীব্র অভিমান হয়
এ কি এক ধরনের বঞ্চনা নয় ?
যদি কেউ না থাকবে, তবে দ্বার কেন বন্ধ ছিল ?
কেন প্রতীক্ষায় ছিলাম এতদিন !

কত দূরে ?

ভোরবেলার বৃষ্টি একজন সাক্ষী চেয়েছিল, তাই আমি হঠাৎ ঘুম ভেঙে বাইরে আসি। বারান্দার সামনেই ব্রীজ, একটাও মানুষ নেই, মাথার মধ্যে নেশার মতন বৃষ্টির শব্দ, দূরে ছানার জলের মতন হালকা নীল আলো।

এই যে দৃশ্য, আমি কি এর যোগ্য ? পৃথিবীতে জন্মেছি বলেই কি আমি সুন্দরের অংশভাগ পাবার অধিকারী ? আলো, হাওয়া, অন্ধকার এবং নারীর জন্য নিরন্তর এক জুয়াখেলা চলছে, ক্রমশ সবাই দূরে চলে যায়, এক বিকল টেলিফোনে বারবার আমি ডাকাডাকি করেছি। কেউ জানলো না, বিচ্ছেদের আগে ছিল কতখানি ব্যাকুলতা।

আমার মুখে জলের ঝাপটা লাগে, এখন আমি কাঁদতে পারি, আমার যাবতীয় দুঃখ ও ক্ষমাপ্রার্থনা এই মানবহীন প্রত্যূষে, সূক্ষ্ম বৃষ্টির সামনে। একটা হারিয়ে যাওয়া ছবি, এই রকম বারান্দার সামনে ব্রীজ, ভোরের বর্ষণ, দূরে আকাশের গায়ে আঁকা বৃক্ষ, যেন আগে কোথাও ছিল, এখন নেই, আমি ঝুলে আছি শূন্যে। কিংবা আমার ঘুম ভাঙেনি, কেউ ক্ষমা চায়নি।

হাত দিয়ে স্পর্শ করি জল। আমাকে যেতে হবে। আর কত দূরে ? আর কত দূরে ?

মৃত্যু

যে-যেমন জীবন কাটায়
তার ঠিক সেই রকম এক একটি পোশাক রয়েছে
আলো ও হাওয়ার মধ্যে লুটোপুটি খেয়ে কে যে
আনন্দ-ভিখারী
উড়ুনি ভিজিয়ে সেও বিধ্বংসী নদীর থেকে
শান্তি চেয়েছিল
সহসা বিদ্যুৎ স্পর্শে চোখ ঢেকে আমিও একদা
অচেনা প্রান্তরে একা ছন্নছাড়া, সমূলে দেখেছি
দিগম্বর মৃত্যু স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে।

স্বপ্ন নয়

সুগন্ধ নারীর পাশে শুয়ে থাকা স্বপ্ন নয়
বাইরে বর্ষার কলরোল
কানের লতির পাশে ঠোঁট এনে
পুরোনো কাব্যের পংক্তি বলাবলি হলো
স্বপ্ন নয়
বাইরে ক্ষুধা ও মৃত্যু চোখাচোখি করে
হাতের আঙুল নিয়ে খেলা,
দুরন্ত আঙুল কভু
ছুঁয়ে দেয় স্তন,
স্বপ্ন নয়
বাইরে দুঃখের মতো মিহিন বাতাস—
জীবন এমন ছিল, আজো নেই তোমার আমার ?
ভুলে থাকি বহু শোক, ছড়ানো কুন্তলে যত অন্ধকার
স্বপ্ন নয়
বাইরে যখনই আসি, বহু মিথ্যে প্রিয় সঙ্গী হয়।

মনে মনে

যে আমায় চোখ রাঙিয়ে এইমাত্র চলে গেল গট-গটিয়ে
সে আমায় দিয়ে গেল একটুকরো সুখ
শরীরে নতুন করে রক্ত চলাচল টের পাই
ইন্দ্রিয় সুতীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে
মৃদু হেসে মনে মনে
আমি তার নাম কেটে দিই।
সে আর কোথাও নেই,
হিম অন্ধকার এক গভীর বরফঘরে
নির্বাসিত, আহা সে জানে না!
সে তার জুতোর শব্দে মুগ্ধ ছিল
প্যাণ্টের পকেটে হাত
স্মৃতিহারা বিভ্রান্ত মানুষ।
দাবা খেলুড়ের মতো আমি তাকে
একঘর থেকে তুলে
অন্যঘরে বসিয়ে চুপ করে চেয়ে থাকি
উপভোগ করি তার ছটফটানি!
জালের খুটোর মধ্যে নাক দিয়ে
যেমন বিষণ্ণ থাকে জেব্রা
শুকনো নদীর পাশে যে-রকম দুঃখী ঘাটোয়াল
আমার হঠাৎ খুব মায়া হয়
আমি তার রমণীকে নরম সান্ত্বনাবাক্য বলি
দু'হাত-ছড়িয়ে ফের
তছনছ করে দিই খেলা।

স্বপ্নের অন্তর্গত

কারুর আসার কথা ছিল না
কেউ আসেনি
তবু কেন মন খারাপ হয় ?

যে-কোনো শব্দ শুনেই
বাইরে উঠে যাই
কেউ নেই—
অদ্ভুত নির্জন হয়ে পৃথিবী
শুয়ে আছে
ঘুম ভাঙার ঠিক আগের মুহূর্তের
স্বপ্নে
আমিও যেন সেই স্বপ্নের
অন্তর্গত।

তুমি যেখানেই যাও

তুমি যেখানেই যাও
আমি সঙ্গে আছি
মন্দিরের পাশে তুমি শোনোনি নিশ্বাস ?
লঘু মরালীর মতো হাওয়া উড়ে যায়
জ্যোৎস্না রাতে
নক্ষত্রেরা স্থান বদলায়
ভ্রমণকারিণী হয়ে তুমি গেলে কার্শিয়াং
অন্য এক পদশব্দ
পেছনে শোনোনি ?
তোমার গালের পাশে ফুঁ দিয়ে কে সরিয়েছে
চূর্ণ অলক ?

তুমি সাহসিনী,
তুমি সব জানলা খুলে রাখো
মধ্যরাত্রে দর্পণের সামনে তুমি—
এক হাতে চিরুনি
রাত্রিবাস পরা এক স্থির চিত্র
যে-রকম বত্তিচেল্লি এঁকেছেন ;
ঝিল্লির আড়াল থেকে
আমি দেখি
তোমার সুঠাম তনু
ওষ্ঠের উদাস-লেখা
স্তনদ্বয়ে ক্ষীণ ওঠা নামা
ভিখারী বা চোর কিংবা প্রেত নয়
সারা রাত
আমি থাকি তোমার প্রহরী ।

তোমাকে যখন দেখি, তার চেয়ে বেশী দেখি
যখন দেখি না
শুকনো ফুলের মালা যে-রকম বলে দেয়
সে এসেছে
চড়ুই পাখীরা জানে
আমি কার প্রতীক্ষায় বসে আছি
এলাচের দানা জানে
কার ঠোঁট গন্ধময় হবে—
তুমি ব্যস্ত, তুমি একা, তুমি অন্তরাল ভালোবাসো
সন্ন্যাসীর মতো আমি হাহাকার করে উঠি
দেখা দাও, দেখা দাও
পর মুহূর্তেই ফের চোখ মুছি,
হেসে বলি,
তুমি যেখানেই যাও, আমি সঙ্গে আছি।

ওরা

তারও তো যাবার কথা ছিল, যে রইলো
        অন্ধকারে একা একা শুয়ে

সে হাত বাড়িয়েছিল
হাওয়ায় উডিয়ে নিল শব্দ
দিগন্তে লুকিয়ে গেল আলো
        তারও তো যাবার কথা ছিল।

পিপুল গাছের নাচে উইঁঢিপি
        তার পাশে পড়ে আছে ভাঙা শালিকের
        ডিম, পিঁপড়েরা এসে গেছে
ঝিম অন্ধকারে এক পুকুরের পারে
        দু'পায়ের কাদা ধুচ্ছে একলা রমণী
কালো জল, কালো রাত্রি, কালো দুটি চোখ
লেবুবাগানের থেকে জোনাকিরা উড়ে এসে
        রেখাচিত্র আঁকে
সেই প্রশ্ন :   তোমারও যাবার কথা ছিল?

জাগরণ হেমবর্ণ

জাগরণ হেমবর্ণ, তুমি ওকে সন্ধ্যায় জাগাও
আরও কাছে যাও
ও কেন হিংসার মতো শুয়ে আছে যখন পৃথিবী খুব
শৈশবের মতো প্রিয় হলো
জল কণা-মেশা হাওয়া এখন এ আশ্বিনের প্রথম সোপানে
বারবার হাতছানি দিয়ে ডেকে যায়
আরও কাছে যাও
জাগরণ হেমবর্ণ, তুমি ওকে সন্ধ্যায় জাগাও।

মধু-বিহ্বলেরা কাল রাত্রিকে খেলার মাঠ করেছিল
ঘাসের শিশিরে তার খণ্ডচিহ্ন
ট্রেনের শব্দের মতো দিন এলে সব মুছে যায়
চশমা-পরা গয়লানী হাই তোলে দুধের গুমটিতে
নিথর আলোর মধ্যে
কাক শালিকের চঞ্চু শান
রোদ্দুরের বেলা বাড়ে, এত স্বচ্ছ
নিজেকে দেখে না
আর খেলা নেই
ও কেন স্বপ্নের মধ্যে রয়ে যায়
শরীরে বৃষ্টির মতো মোহ
আরও কাছে যাও

জাগরণ হেমবর্ণ, তুমি ওকে সন্ধ্যায় জাগাও।

লোকটা

রেল লাইনে মাথা পেতে শুয়ে আছে যে লোকটা
সে বিশ্ব শান্তির জন্য চিন্তা করেনি
সে এসেছে অনেক দূর থেকে
অন্ধকার মাঠের মধ্যে বারবার হোঁচট খেতে খেতে
সে একজন কষ্টসহিষ্ণু মানুষ
অনেক অভিজ্ঞতায় পোড় খাওয়া তার মুখ
সে জীবনটা নিয়ে বিলাসিতা করতে জানে না
রেল লাইনে মাথা দিয়ে শুয়ে লোকটা কাঁদছে
তোমরা দেখো
যে যেখানে আছো, সব কাজ থামাও
সব রকম ব্যস্ততা থেকে
হাত তুলে নাও এক পলকের জন্য
দেখো, রেল লাইনে মাথা দিয়ে কাঁদছে একজন মানুষ
সে কোনো কবিকেও প্রেরণা দিতে চায় না
আসছে ট্রেন, শব্দ, আলো ক্রমে ক্ষীণ বিন্দু থেকে
উজ্জ্বল, গোল, চোখ ধাঁধানো
শব্দ কি নিদারুণ, কানে তালা লাগিয়ে দেয়
জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে একটা মুহূর্ত
এক ফোঁটা চোখের জল
ট্রেন লোকটার দেহ থেঁৎলে দিয়ে গেল
রক্ত ছিটকে যায় চতুর্দিকে, তবু
এও যেন মৃত্যুর শিল্প-গরিমা
ও বেঁচে থাকলে আমরা ওকে লক্ষ্যও করতাম না!

সাক্ষী

হাতে লেগেছিল হাত, কেউ তো দেখেনি ?
একটি শালিক দেখেছিল
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তার ওষ্ঠ ছুঁই
দেখেনি তো কেউ ?
কাগজের টুকরো একটা উড়ে যায়

নদীর কিনারে তার চোখে চোখ রেখে
বিনিময় হয়ে যায় সব দুঃখ
আর কেউ জানে না
হঠাৎ উঠলো বেজে ষ্টিমারের ভোঁ।

অভিশাপ

তুমি তো আনন্দে আছো, তোমার আনন্দ অন্যবর্ণ
নিরন্তর পাশা খেলা, মাঝে মাঝে শোনা যায় হাসি
তোমাকে দেখে না কেউ, এত গুপ্ত, অন্তরীক্ষবাসী
মনে হয়।

প্রতিটি জয়ের পর আবার নতুন খেলা
এত বেশী লোভ ?
তুমি হেরে যাবে, তুমি ঠিক হেরে যাবে

দুঃখকে চেনো না তুমি, তোমার দুঃখের অন্যবর্ণ
মানুষকে ছোট করে, মানুষকে পিঁপড়ে করে মারো
দুর্দিনের সওদাগর, সিন্দুকের মধ্যে তুমি ভরে রাখো
হাজার অসুখ
দ্রব্য থেকে কেড়ে নাও দ্রব্যগুণ
এত বেশী লোভ ?
আমি অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি হেরে যাবে।

বয়েস

আমার নাকি বয়েস বাড়ছে ?   হাসতে হাসতে এই কথাটা
স্নানের আগে বাথরুমে যে ক'বার বললুম !
এমন ঘোর একলা জায়গায় দু-পাক নাচলেও
ক্ষতি নেই তো—
ব্যায়াম করে রোগা হবো, সরু ঘেরের প্যাণ্ট পরবো ?
হাসতে হাসতে দম ফেটে যায়, বিকেলবেলায়
নীরার কাছে
বলি, আমার বয়েস বাড়ছে, শুনেছো তো ?   ছাপা হয়েছে :
সত্যি সত্যি বুকের লোম, জুলপি, দাড়ি কাঁচায় পাকা—
এই যে চেয়ে ঢ্যাখো
দেখে সবাই বলবে নাকি, ছেলেটা কই, ও তো লোকটা !
এ সব খুব শক্ত ম্যাজিক, ছেলে কিভাবে লোক হয়ে যায়
লোকেরা ফের বুড়ো হবেই এবং মরবে
আমিও মরবো
আরও খানিকটা ভালোবেসে, আরও কয়েকটা পদ্য লিখে
আমিও ঠিক মরে যাবো,
কি, তাই না ?
ঘুরতে ঘুরতে কোথায় এলুম, এ জায়গাটা এত অচেনা
আমার ছিলো বিশাল রাজ্য, তার বাইরেও এত অসীম
শরীরময় গান-বাজনা, পলক ফেলতেও মায়া জাগে
এই ভ্রমণটা বেশ লাগলো, কম কিছু তো দেখা হলো না
অন্ধকারও মধুর লাগে, নীরা, তোমার হাতটা দাও তো
সুগন্ধ নিই !

নীরা, শুধু তোমার কাছে এসেই বুঝি
সময় আজো থেমে আছে।

এখন

এখন সময় ভরা বাবলা কাঁটা
ভালো করে না এসেই চলে যায় শীত
এখন তারার দেশে যুক্তি তর্কে ঝড় ওঠে
এইভাবে কেটে যায় দিন ।

এখন কারুর কোনো ঋণ নেই
চণ্ডালেও হাতে পরে ঘড়ি
কাকেদের শোকসভা অকস্মাৎ ভেঙে যায়
গৃহ ভাঙে, তৈরি হয় বাড়ি ।

মেয়েদের ডাক নাম সকলেই জানে
একদা শিল্পের নাম ছিল বুঝি মোহ
বৃষ্টির ভিতরে কেউ শিল্প হয়ে হেঁটে যায়
কালো চশমা চক্ষুলজ্জা ঢাকে ।

বাতাসে সৌরভ ছিল, ধুলো ছিল
একা অনুতপ্ত মুখে বসেছি সিঁড়িতে
কোথাও যাবার কথা ছিল, যাওয়া হয়নি
এখন রাত্রিতে সব বদলে গেছে ।

অমেয় ভাণ্ডার থেকে নিতে পারি
যা নেই বা কখনো ছিল না
হীরের কুচির মতো পড়ে আছে দুঃখ, স্মৃতি
কিছু তো দেবারও থাকে, এই নাও ।